

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন স্টাইল

গত ৮-২-৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের "খ" ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা। প্রশ্ন হাতে পেয়ে "আরবী"-এর উত্তর লিখতে গিয়ে অবাক হলাম। আরবী থেকে বঙ্গানুবাদ প্রশ্নের অংশবিশেষের অনুবাদ হচ্ছে এমন—

"আমার বান্ধবীর নাম ফাতেমা। সে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসেছে। তার চুল খুব লম্বা। কেউ তার লম্বা চুলের প্রতি তাকালে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে।"

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের আরবী বিভাগ কিভাবে এরূপ প্রশ্ন করলো— তা বোধগম্য নয়। এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রগতিবাদ ও যৌনতাকে সরাসরি উৎসাহিত করা

হয়েছে। উদ্দেশ্য যদি এটাই হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্নের এ ধরন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অবাধ মেলা-মেশার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সতর্ক অনুমতি বলেই মনে হয়। যার প্রক্রিয়া "আরবী" বিভাগ থেকে শুরু করা হয়েছে।

এটা কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকবে— এটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মহম্মদ

তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা,
ঢাকা-১২০৪।

মহিলা কলেজটির স্বীকৃতি দেয়া হোক

ডাঃ আবদুল মান্নান মহিলা কলেজ একটি সুষ্টিধর্মী আদর্শ বিদ্যাপীঠ। কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানা সদরে অবস্থিত একমাত্র মহিলা কলেজটি ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১০৫ জন ছাত্রী নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করেছে।

মনোরম পরিবেশে নির্মাণাধীন পঞ্চমতলা ভবনের দ্বিতল বিশিষ্ট ভবন নির্মিত হয়েছে। উক্ত ভবনে ছাত্রীদের ক্লাস নেয়া হয়। তাছাড়াও তৎসংলগ্ন কলেজের আরেকটি একতলা ভবন অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শহরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অত্যাধুনিক সেনেটারী

ব্যবস্থা, পানি, বিদ্যুৎসহ সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। কলেজের আছে একদল প্রাণোচ্ছল, আদর্শ নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও কর্মী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী উক্ত মহিলা কলেজের পক্ষে আপনাদের সবিনয় অনুরোধ করছি— অনুগ্রহপূর্বক জাতির স্বার্থে গ্রামের অবহেলিত মেয়েদের স্বার্থে গ্রামীণ পর্যায়ে এমন একটি অত্যাধুনিক নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটিকে একাডেমিক, আর্থিকসহ সর্বপ্রকার স্বীকৃতি প্রদান করে কোমল মুক্তমনের ছাত্রীদের সুশিক্ষার পথ সুগম করবেন।

—এম আর মাহবুব,
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
ডাঃ আবদুল মান্নান মহিলা কলেজ,
কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।